দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 26 SEP 2017
পৃ. ৩ ... কলাম ১ ......

সৃজনশীল পদ্ধতির সমস্যাটা কোথায়?

মো. জাহানুর ইসলাম

সৃজনশীলতা মানে হলো নিজে থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা। নিজে থেকে কোনো সৃষ্টি করা মানে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। আর যখন কেউ অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে শেখে তখন সে দেশের বোঝা না হয়ে পরিণত হয় মূল্যবান সম্পদে। আর এসব কিছু চিন্তা করেই আমাদের দেশের চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদরা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেন। সৃজনশীল পদ্ধতিটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক 'বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম' ১৯৫৬ সালে প্রথম উদ্ভাবন করেন।

বাংলাদেশে সবগুলো বিষয়ের উপর সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয় ২০১২ সালে। এ পদ্ধতি চালু করার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের চিন্তা, বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রতিভার বন্ধ্যাত্ব দূর করা, সেইসঙ্গে মুখস্থনির্ভরতা কমানো। যখন কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হতো, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা মূল পাঠ্যপুস্তক না পড়ে শুধু গাইড, নোট অন্ধের মতো মুখস্থ করে পরীক্ষা খাতায় তা লিখে চলে আসতো। সমস্ত বই পড়ে, চিন্তা করে উত্তর দেওয়ার কোনো বালাই ছিল না। আর এই সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। পাল্টে যায় প্রশ্ন পদ্ধতির ধরন।

শুরুর দিকে ছাত্র-ছাত্রীসহ অধিকাংশ শিক্ষক এই নতুন পদ্ধতি সহজে বুঝতে পারেননি, এখন যে সবাই এই প্রদ্ধতি বোঝেন তাও না। তখন এই সমস্যা সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছিলেন, প্রথম প্রথম তো তাই সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যা দু-একবছরের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ তাতে আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু না, কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। এক এক করে দীর্ঘ সাতটি বছর চলে গেল কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। যখন সৃজনশীল পদ্ধতি ছিল না, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা গাইড নোট মুখস্থ করে প্রশ্নের উত্তর দিতো, এখন সৃজনশীল হয়েছে কিন্তু পূর্বাবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ মুখস্থনির্ভর প্রবণতা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। আগে তারা গাইড নোট মুখস্থ করতো, এখন তারা গাইড নোটের পরিবর্তে সহায়ক বই মুখস্থ করে। আগে যেমন মূল বই পড়তো না, এখনো তেমনিই আছে।

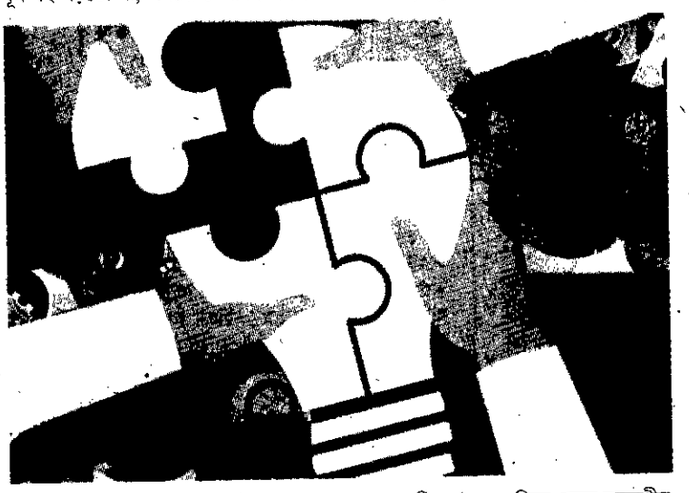

মূল বই না পড়ে কেবল সহায়ক বই পড়ে।

সাম্প্রতিককালে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক। পাঠকদের অবগতির জন্য পুনরায় তা উল্লেখ করছি। দেশে অর্ধেকের বেশি (৫২.০৫%) মাধ্যমিক শিক্ষক নাকি সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেনই না। মাউশি অধিদপ্তরের একাডেমিক পরিদর্শন প্রতিবেদন তা-ই বলছে। গত মে মাসে ১৮ হাজার ৫৯৮টি মাধ্যমিক স্কুলে পরিদর্শন করে মাউশি তা জানতে পেরেছে। অন্য আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন ৪৮% স্কুলের শিক্ষক, অন্য বিদ্যালয়ের সহায়তা নেন ৩১%, বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র জোগাড় করেন ২১% শিক্ষক!

উপর্যুক্ত দুটি প্রতিবেদনের তথ্য মতে, দেশের প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনো সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি, বুঝতে পারেননি সৃজনশীলতা আসলে কী। ফলে একদিকে যেমন সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারছেন না, তেমনি অন্যদিকে সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য নির্ভরশীল হতে হচ্ছে অন্যের উপর। এতে করে যেমন ছাত্র ও শিক্ষকরা উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনিভাবে বিকাশ সাধিত হচ্ছে না বুদ্ধি, চিন্তা ও প্রতিভার। সৃষ্টি হচ্ছে বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব। তাই জোর গলায় বলা যায় বুদ্ধি ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছিল তা আজও ফলপ্রসূ হয়নি।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৃজনশীল পদ্ধতি যতটা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে আসলে ততটা দুর্বোধ্য নয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবে যে কারো মনে আবার এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, সৃজনশীল পদ্ধতি যদি দুর্বোধ্য নাই হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন সৃজনশীলতা বুঝতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে? এর উত্তর দেওয়াও বেশ কঠিন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি কথা জোর গলায় বলা যেতে পারে তা হলো সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার পর নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য যেরকম জোরালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার ছিল, শিক্ষকদের সেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। একেবারে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে শিক্ষকের চাহিদার তুলনায় সেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল।

শিক্ষকদের কাছে যা কঠিন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট তা হবে কঠিনতর সে কথা সহজেই অনুমেয়। তাই সৃজনশীল পদ্ধতিকে কার্যকর করে তুলতে শিক্ষকদেরকেই প্রথমে সৃজনশীলতার দুর্বোধ্যতাকে জয় করতে হবে। আর এটি সম্ভব হলে ছাত্ররাও খুব সহজে সৃজনশীলতা বুঝতে পারবে। তাতে করে উন্মোচন হবে সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত। সৃজনশীলতার ভয়-ভীতি দূর করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক বইয়ের উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমাতে হবে, তেমনিভাবে তাদেরকে মূল বইয়ের প্রতি বেশি মনোযোগী করে তুলতে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। বেশি বেশি অনুশীলন করতে হবে। শুধু তাই নয়, আইন প্রয়োগ করে সহায়ক বই নিষিদ্ধ করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বেশি বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সৃজনশীলতা বুঝতে না পারা সম্মানিত শিক্ষকদের পূর্ব ধারণা পাল্টে দিতে হবে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে